৩০-০৮-১৮ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - কর্ম, অকর্ম, বিকর্মের গতিকে স্মৃতিতে রেখে এই কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোনও পাপ কর্ম কোরো না, দান করলেই (বিকার দান) গ্রহণ থেকে মুক্ত হবে"

প্রশ্ন :- কিসের আধারে ব্রহ্মা বাবার অনুসরণকারী বাচ্চারা ভবিষ্যতে তক্তনশীন (সিংহাসন অধিকারী) হতে পারে ?

উত্তর :- যেমন ব্রহ্মা বাবা দেহ সহ সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত হয়েছিলেন, নিজের সবকিছু ঈশ্বরার্থে বাচ্চাদের সেবার্থে লাগিয়েছিলেন । তিনি ডাইরেক্ট ইনশিওর করে, বিশ্বের রাজত্ব প্রাপ্তি করেছেন, এমনভাবেই বাবাকে অনুসরণ কর । সুপুত্র হওয়ার সার্টিফিকেট নিতে হবে । প্রকৃত সন্তানের মতো তন-মন-ধন দিয়ে সেবা করতে হবে । সম্পূর্ণরূপে বাবার সহযোগী হয়ে উঠতে হবে । সব কিছু ইনশিওর করে ২১ জন্মের জন্য রাজত্বের অধিকারী হয়ে উঠতে পার ।

গীত :- শৈশবের দিনগুলো ভুলে যেও না ••••••
ওম শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা গান শুনেছে । এখন বাচ্চারা বেঁচে থেকেও এই দুনিয়া থেকে মরে গিয়ে ঐ দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য বাবার কোলে আশ্রয় নিয়েছে । কে বাবা ? পরমপিতা পরম আত্মা অর্থাত্ পরমাত্মা । সবসময় যখন বোঝাও, এমন বোলো না যে, তিনি জ্যোতির্লিঙ্গ, প্রচন্ড জ্যোতিস্বরূপ, হাজার সূর্যের থেকেও তেজোময় এমনটা বলা বাস্তবে ভুল । তবে কি বলা উচিত ? পরমপিতা পরমাত্মা অর্থাত্ পরম (শ্রেষ্ঠতম) আত্মা । তিনি পরমধাম নিবাসী । পরম অর্থাত্ উচ্চ থেকে উচ্চতম নিরাকার পিতা। তিনি সব আত্মাদের পিতা তাই তাঁকে সুপ্রিম বলা হয়ে থাকে । তিনি জন্ম - মৃত্যুর চক্রে আসেন না । তিনি বোঝান -- বাচ্চারা, আমিও যদি জন্ম -মৃত্যুর চক্রে আসি, তবে সবাইকে কে উদ্ধার করবে ? আমিই এসে সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্তি দিই । দুঃখ হরণকারী আর সুখ প্রদানকারী যে আমিই, কিন্তু কেউ জানেনা । ভক্তি মার্গে গাইতেই থাকেও "পরমপিতা পরমাত্মা !" নিশ্চয়ই বোঝে উনিই আমাদের পিতা, কিন্তু আমাদের পিতা কেমন, কে তিনি -- এসব কিছুই জানেনা । মানুষের মতো রূপ (দেহধারী) তো তাঁর নেই । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করকেও স্মরণ করে । তাঁদের তো এই চোখ দিয়ে প্রত্যক্ষ করা যায় । কিন্তু এই শিব কে ? শিবের মন্দিরেও যায়, কিন্তু কেন তাঁকে স্মরণ করে, তা জানেনা । বাবা বসে বোঝান, দেবী -দেবতারা যখন বাম মার্গে চলে যায় তখনই সোমনাথ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় । শুধু এটুকুই বোঝে ইনি শিবপিতা ; কিন্তু এটা জানেনা তিনিই স্বর্গের রচয়িতা । আমাদের স্বর্গের মালিক তিনিই বানান । যদি জানত তবে অন্যদেরও শিববাবার পরিচয় দিত। জানবে না এটাই ড্রামায় নির্ধারিত । জানা অর্থাত্ বর্সার অধিকারী হওয়া, না জানা মানে বর্সা থেকে বঞ্চিত হওয়া । বাবা বলেন, আমি স্বর্গের রচয়িতা তোমাদের সুখ প্রদান করি, পবিত্র করে তুলি । তারপর ৫ বিকার আবার তোমাদের অপবিত্র করে তোলে । কলা কমতে থাকে আর তোমরাও কালো (অপবিত্র) হতে থাক । প্রথমে তোমরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ চন্দ্রমা ছিলে পবিত্র ছিলে, এখন তোমাদের গ্রহণ লেগেছে । বাবা বলেন, দান দাও (বিকার দান) তবেই গ্রহণ থেকে মুক্তি পাবে । পাঁচ বিকারকেই গ্রহণ বলা হয় । যার দ্বারা তোমরা আত্মারা দুঃখী, কালোতে পরিনত হও । বাবা বলেন, আমি তোমাদের, অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের পিতা হই । হে ব্রাহ্মণরা, তোমাদের কাছে যে ৫ বিকার আছে ; তা আমাকে দান করে গ্রহণ থেকে মুক্ত হও । আজ থেকে দান দিয়ে আর কখনও তাকে ফিরিয়ে নিওনা । মায়ার তুফান অনেক আসবে কিন্তু কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা

ক্রোধ ইত্যাদি করলে পাপ হবে । কর্ম – অকর্ম – বিকর্মের গতিও তোমাদের আমি বোঝাই । তোমাদের কর্ম বিকর্ম হওয়া উচিত নয় । আমি তোমরা বাচ্চাদের বিকর্মাজীত করে তুলি । এ হলো রাহুর গ্রহণ । দান করলে গ্রহণ থেকে মুক্ত হওয়া যায় । বাবা বলেন -- আমার মিষ্টি বাচ্চারা, এই ৫ ভূতকে দান কর, এতে তো টাকা পয়সার কোনও ব্যাপার নেই । ইনি তো বাবা আর তোমরা তাঁর নিজের সন্তান । বাবাকে তো তাঁর সন্তানদের সাহায্য করতেই হবে । তোমরাও তন – মন – ধন দ্বারা সেবা করছ, বাবারও কর্তব্য তোমাদের সেবা করা । বাবা বলেন -- এই সবকিছুই তোমরা বাচ্চাদের জন্য । ভক্তি মার্গে তোমরা ভগবানকে দিয়ে এসেছ , কিন্তু ঈশ্বর কী কখনো ক্ষুধার্ত থাকেন ? এখানে তোমরা ইনশিওর কর । ঈশ্বরের কাছে ইনশিওর করলে, ঈশ্বর পরবর্তী জন্মে পদ্মগুণ ফিরিয়ে দেবেন। ঈশ্বর হলেন দাতা । এখন তোমরা ইনশিওর কর ২১ জন্মের জন্য । ওরা (লৌকিক) ইনশিওর করে এক জন্মের জন্য। বলা হয়ে থাকে, পুত্রের মধ্য দিয়েই পিতাকে প্রত্যক্ষ করা যায় । দেখ, ব্রহ্মা বাবার কাছে যা কিছু ছিল, সব ঈশ্বরার্থে বাচ্চাদের সেবার কাজে লাগিয়েছেন । শিববাবাকে উত্তরাধিকারী করেছেন, তন-মন-ধন সব কিছু অর্পণ করে তার পরিবর্তে নিজের পুরুষার্থ দ্বারা বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত করেছেন, কেননা ডাইরেক্ট দান করেছেন না ! তোমরা আমার সন্তান হওয়ায় ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের মালিক হও, কিন্তু যত সমর্পিত হতে পারবে ততই বর্সা প্রাপ্তি করতে পারবে । দেহ সহ সবকিছু অর্পণ করে দিতে হবে । যারা মাতা – পিতাকে ফলো করবে তারাই সিংহাসনের অধিকারী হবে । সুতরাং বাবা বলছেন, দান দিয়ে গ্রহণ থেকে মুক্ত হও । দান দিয়ে আবার তা ফিরিয়ে নিলে দুর্গতি প্রাপ্তি হবে । সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে । পুরুষার্থী স্টুডেন্ট ভালোভাবে জ্ঞান ধারণ করলে ভালো নম্বর ও প্রাপ্ত করতে পারবে । তোমরাও পুরুষার্থ করে উচু নম্বর প্রাপ্ত কর । এতে পরিশ্রমের কোনও ব্যাপার নেই শুধুমাত্র পবিত্র হতে হবে । পবিত্র থাকার জন্য বাবার থেকে শক্তিও পাওয়া যায় আর খুশির মাত্রাও বৃদ্ধি পেতে থাকে । দেবতা হতে গেলে কোনও অবগুণ থাকা চলবে না । ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী এখানেই হতে হবে । সুতরাং কোনও অবগুণ থাকা উচিত নয়। আধাকল্প ধরে বিকারী হয়েছে, তাই মায়াও বলে এখন এরা নির্বিকারী হয়ে উঠছে , আমি আবার বিকারগ্রস্ত করে তুলবো। এখানেই চলে মায়ার সাথে যুদ্ধ আর এটাই হলো মুশকিল । এই মায়ার উপরেই তোমাদের জয়ী হতে হবে । ওরা হিংসাত্মক লড়াই দেখিয়ে একে খন্ডন করে দিয়েছে । তোমরা মায়ার উপর বিজয়ী হয়ে বিশ্বের মালিক হয়ে হও । বাচ্চারা বুঝেছে বাবাকে ৫ বিকার দান না করলে, শ্রীনারায়ণ বা শ্রীলক্ষ্মীকে বরণ করার যোগ্য হয়ে উঠব না । সুতরাং তোমরা বাচ্চাদের মনরূপী দর্পন দিয়ে দেখা উচিত -- আমি কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোনও কোনও বিকর্ম করিনি তো ! মায়ার তুফান আরও ভয়ানক রূপে আসবে । বৈদ্য যখন ওষুধ দেয় তখন বলে প্রথমে আরও যেসব রোগ ছিল তাও বেড়িয়ে আসবে, এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এতো আসবেই । ইনি হলেন সার্জেন (ঈশ্বর) । তিনি বলেন, তোমরা যখন আমার বাচ্চা হবে তখন রাবণের সাথে তোমাদের তুমুল যুদ্ধ হবে । মায়া ভীষণভাবে আঘাত হানবে । তোমাদের কিন্তু মায়ার ঐ তুফানকে ভয় পাওয়া উচিত নয় । বাবার হয়েছ যখন এই শৈশবকে ভুলে যেওনা । এ হলো ঈশ্বরীয় শৈশব । ঈশ্বরের কোলে একবার এসেছ তারপর দেবতার কোলে ২১ বার যাবে । ঈশ্বরীয় জন্মের পর তোমরা স্বর্গে যাও । সার্টিফিকেট নিতে হবে । বাবা, আমি তোমার সুপুত্র না কুপুত্র ? বাবাই বলতে পারবেন সুপুত্র হয়ে থাকলে কত নম্বরে আছ । কি কি কমজোরি আছে ? বাবা বলতে পারবেন । নিজেও বুঝতে পারে আমি সার্ভিস(সেবা) করতে না পারলে উচ্চপদ কি করে পাব ? আচ্ছা, বাবা বলেন তুমি একটা কাজ কর, তুমি একটা হাসপাতাল অথবা কলেজ খোল । যদিও তোমাকে ওখানে যেতে হবেনা, কিন্তু অনেক মানুষ যখন

উপকার পাবে তখন তার পুরস্কার (আশীর্বাদ) তুমিই প্রাপ্ত করবে । মানুষ ধর্মশালা তৈরি করে এইজন্য যে, অনেক মানুষ এখানে বিশ্রাম করবে আর তার বিনিময়ে সে পরবর্তী জন্মে সুন্দর মহল লাভ করে থাকে । বাবার কাছে অনেকেই আসে : এসে বলে, বাবা হসপিটাল খোলো আমরা তোমাকে সাহায্য করব । বড়ো হসপিটাল খোলো । বাবা বলেন, আচ্ছা, যদি জ্ঞান ধারণ করার সময় নেই তবে, তিন পা রাখার মতো জায়গায় হসপিটাল কাম কলেজ খোল । হসপিটালের মাধ্যমে এভারহেল্দী আর কলেজের মাধ্যমে এভারওয়েল্দী হতে পারবে । যখন অনেক মানুষ এসে উপকার পাবে তোমাদের ও তাতে পুণ্য হবে । বেশি খরচ ও হবেনা । মানুষ আজকাল কত উপার্জন করে, কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক । এতো সম্পত্তি কি তার পুত্র -পৌত্ররা খাবে ? বেশি দেরি নেই , সব বিনাশ হয়ে যাবে । রাজত্ব গরিবরাই লাভ করে । বাবা হলেন দীনবন্ধু । এই বাবা (ব্রহ্মা) নম্বর ওয়ান সাধারণ ছিলেন । হাজার দুয়েক থাকলেও তাকেতো গরিবই বলা হবে । এখানে গরিব ও ভালো পদ প্রাপ্ত করতে পারে । কারও লক্ষ টাকা নিয়ে কি করবে? গরিবের প্রতিটি পাই -পয়সাতেই প্রতিষ্ঠা হয় । গান্ধীজিকেও কত দান দিত, তার মধ্যে কতজন মারা গেছে । কত কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে । তোমাদের তো কোনও কষ্ট নেই । বাবা বলেন, তোমরা প্রথমে রাজযোগ শেখ তবেই তোমাদের রাজত্ব দেব । এই রাজ্য তো মৃগতৃষ্ণা সম । কাহিনীতে আছে না ! দ্রৌপদী দুর্যোধনকে প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করেছিল । দুর্যোধন প্রাসাদে এসে স্ফটিকের মেঝে দেখে তাকে পুষ্করিণী ভেবে পোশাক খুলতে যাচ্ছিল, তখন দ্রৌপদী তাকে অন্ধের পুত্র অন্ধই বলে সম্ভাষণ করে বলেছিল এ হল মৃগতৃষ্ণা । কোনও পুষ্করিণী নয় । ওরা সবাই ভাবছে আমরা স্বরাজ্য (স্বাধীনতা) পেয়ে গেছি কিন্তু সেখানেও কত দুঃখ । প্রজারা কত দুঃখের মধ্যে আছে । মৃত্যু সামনে অপেক্ষা করছে । বাবা বলেন, এরা সব মরে পড়ে আছে । কবরস্থান হয়ে গেছে । তোমাদের পরিস্তান করে তুলতে হবে । হীরে - মোতির মহল তৈরি করবে । এখানে তো পাথরপুরী । ওখানে হবে স্বর্ণ মহল, তাই বাবা বুঝিয়ে বলেন -- বিকারকে দান কর তবেই গ্রহণ থেকে মুক্তি পাবে ; আর ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে । এখন তোমরা পতিত হয়ে আছ। মানুষ কত দুঃখী । লড়াই শুরু হলে চোখের ঘুম চলে যায় । বিশ্রামও করতে পারেনা। ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমাতে হয় । এটা হলোই রাবণের রাজ্য । এখন দশহরায় রাবণকে জ্বালায় আর শেষ পর্যন্ত রাবণকে জ্বালাতেই থাকবে, যতক্ষণ না বিনাশ হয় । বিনাশের পরে আর রাবণকে জ্বালানো হবেনা । তারপর আবার দ্বাপর থেকে রাবণ আবির্ভূত হবে জ্বালানোর জন্য । বছরের পর বছর রাবণকে জ্বালানো হয় কিন্তু রাবণ মরেইনা । প্রতি বছর তোমরা রক্ষা বন্ধন উদযাপন করো, রাখী বাঁধো তারপর অপবিত্র হয়ে যাও ।

লক্ষ্মী - নারায়ণের কাছে অফুরন্ত ধন ছিল, তাদের কত পূজা হয় । পূজা শুধু লক্ষ্মীর কী করে ? চতুর্ভুজের পূজা করে, তার মধ্যে লক্ষ্মী নারায়ণ দুজনেই এসে পড়ে । লক্ষ্মীর সাথে নারায়ণকেও অবশ্যই প্রয়োজন তাই দু'জনেরই পূজা করে । জোড় ছাড়া কাজ কি করে হবে ? প্রবৃত্তি মার্গ না ! তোমরা বিশ্বের মালিক হও । বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে দীপাবলিতে সবাই বলে -- যদি লক্ষ্মী পূজা না করো, টাকা পয়সা তোমাদের কাছে আসবে না । বাবা উপদেশ দেন -- বাচ্চারা এতেও সাক্ষী হয়ে পার্ট বাজাও, নয়তো খিটপিট লেগে যাবে (অশান্তি শুরু হবে) । যেমন বাবা বলেন --- বাচ্চাকে বিবাহ দিতে হলেও সাক্ষী হয়ে পার্ট বাজাও, নয়তো লড়াই ঝগড়া শুরু হয়ে যাবে । বাচ্চারা নির্বিকারী থাকতে না চাইলে বাধ্য হয়ে ওদের বিবাহ দিয়ে দাও । পবিত্র থাকতে না চাইলে বিদায় দাও বিরক্ত কোরো না । কুমারী তারাই যারা ২১ কুলকে উদ্ধার করে । তোমরা সবাই ব্রহ্মাকুমারী । তোমাদের উদ্দেশ্যই হলো সবাইকে স্বর্গের মালিক বানানো ।

সত্যতার সাথে নিজেকে জিজ্ঞাসা কর –আমি কতজনকে নিজের সমান বানিয়েছি ? মিশন তাইনা ! এখানে তোমরা মানুষকে দেবতা করে তুলছ সুতরাং অনেক পরিশ্রম করতে হবে । তোমরা হলে ঈশ্বরের সহযোগী । আমি তোমাদের দুঃখ থেকে মুক্তি দিয়ে স্বর্গের মালিক করে তুলি । আমি হলাম নিষ্কাম । তোমাদের রাজত্ব দিয়ে আমি বাণপ্রস্থে চলে যাই। আমার রাজত্ব করার কোনও ইচ্ছে হয়না । তোমাদের রাজ্য দিয়ে থাকি । তোমরা পুনরায় নিজের রাজ্য –ভাগ্য অধিগ্রহণ করছ । তোমরা জান আমরাই দেবী –দেবতা ছিলাম, ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করে আজ আমরা রাবণ সম্প্রদায় ভুক্ত হয়ে গেছি । রাবণকে জ্বালানো হয়, তাকে কখনওই পূজা করা হয় না । যিনি সুখ প্রদান করেন তাঁকেই পূজা করা হয় । রাবণের চিত্র বানিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় । রাবণ তো দুঃখই দিয়ে এসেছে । দুঃখ দেয় যে তার মহিমা কি করে করবে ? শিববাবা হলেন সুখদাতা । ওঁনাকে রোজ ফুল অর্পণ করে আসে কিন্তু ওঁনার অ্যাকুপেশন কিছুই জানেনা । এখন তো অনেক অন্ধশ্রদ্ধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাবা বলেন, যাঁর কাছ থেকে তোমরা স্বর্গের সুখ লাভ কর, এমন বাবাকে ভুলে যেও না, নয়তো স্বর্গ সুখ থেকে বঞ্চিত হবে । মাম্মা – বাবা বলেছ যখন স্বর্গে তো যাবে কিন্তু গিয়ে তবে দাস–দাসী হবে । গানের অর্থও বাচ্চারা বুঝেছে । ঈশ্বরের সন্তান হয়ে শৈশবের দিনগুলো ভুলে যেওনা । আসুরি সন্তান থেকে পরিবর্তন হয়ে তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছ, তারপর দৈবী সন্তান হবে । এ হলো ঈশ্বরীয় জন্ম । এই সময় তোমরা হলে সেবাধারী, রুহানী সোশ্যাল ওয়ার্কার । আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা–পিতা, বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ভালবাসা আর গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :–

১) ঈশ্বরীয় জন্ম গ্রহন করে, কোনও অকর্তব্য করা উচিত নয় । সুপুত্র হওয়া উচিত । অবগুণকে শেষ করে দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে ।

২) ঈশ্বরের সহযোগী (খুদাই খিদমৎগার) হয়ে রুহানী সেবা দ্বারা সবাইকে নিজের সমান করে তুলতে হবে । তিন পা রাখার মতো জায়গায় হসপিটাল বা কলেজ খুলতে হবে । তন –মন – ধন দ্বারা সম্পূর্ণ সহযোগী হতে হবে ।

বরদান : – পুরানো হিসেব – নিকেশকে সমাপ্ত করে সম্পূর্ণতার সমারোহ পালনকারী বন্ধনমুক্ত ভব

এই পরদেশে যখন সবাই বন্ধন–যুক্ত আত্মা হয়ে যায়, তখন বাবা এসে প্রকৃত স্বরূপ আর স্বদেশের স্মৃতি দিয়ে বন্ধন থেকে মুক্ত করে, স্বদেশে নিয়ে গিয়ে, স্বরাজ্য অধিকারী করে তোলেন । সুতরাং স্বদেশে (নিজের দেশ) ফিরে যাওয়ার জন্য সমস্ত হিসেব – নিকেশ সমাপ্তির সমারোহ উদযাপন কর। যখন এই সমারোহ পালন করবে তখন অন্তিমে গিয়ে সম্পূর্ণতার সমারোহ উদযাপন করতে পারবে । দীর্ঘ সময়ের বন্ধন – মুক্তরাই দীর্ঘ সময়ের জন্য জীবন–মুক্তির পদকে প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয় ।

স্লোগান : – নিজের উৎসাহ উদ্দীপনার সহযোগ আর মধুর বাক্য দ্বারা দুর্বলকে শক্তিশালী করে তোলাই হলো শুভচিন্তক হওয়া ।